হাইকোর্টের রায় অমান্য বুটেক্স উপাচার্যের, বছরের পর বছর ছাত্রী হয়রানি

অনলাইন রিপোর্টার

প্রকাশিত: ১৪:৩১, ১২ জুন ২০২৪

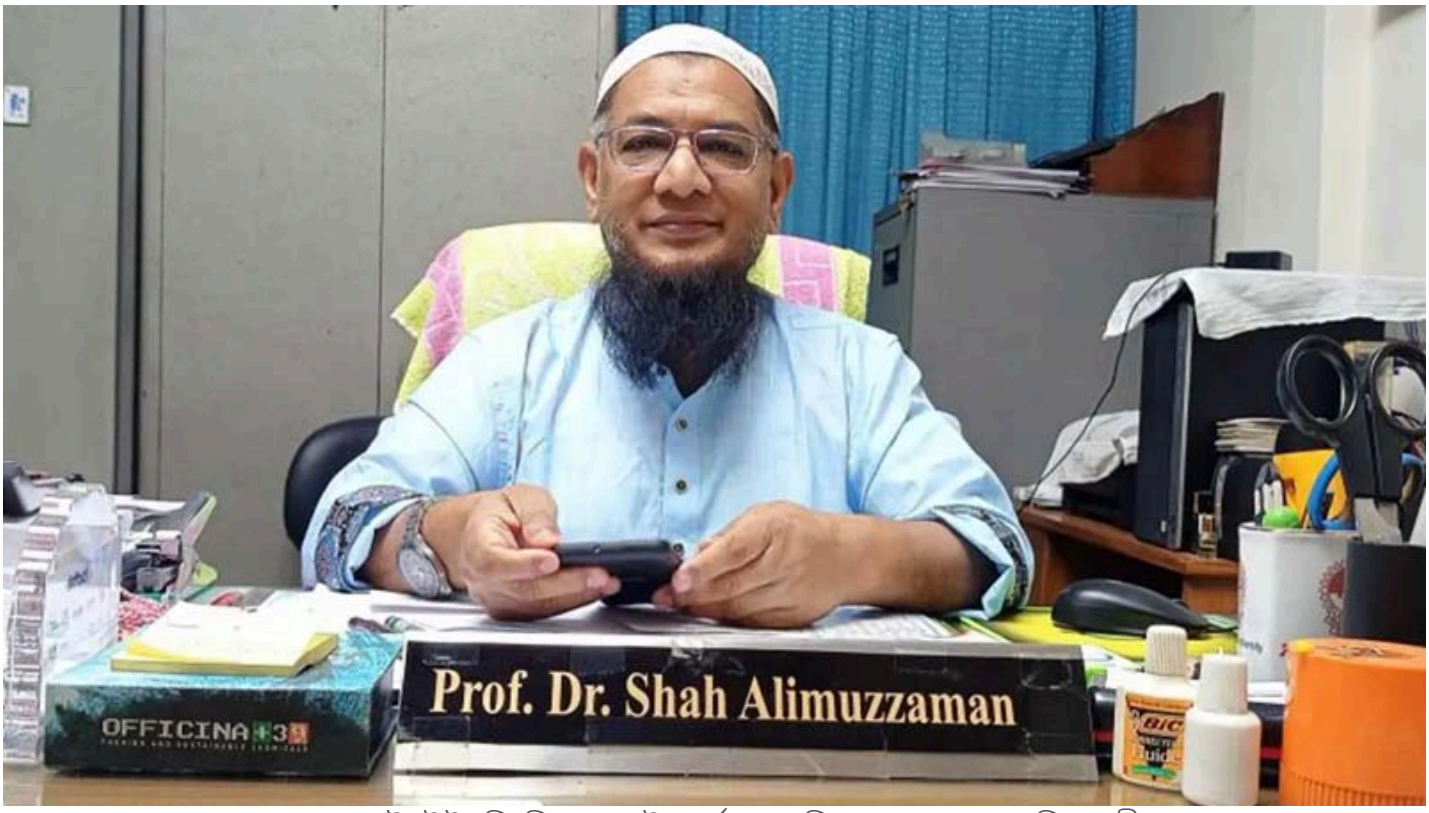

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শাহ আলিমুজ্জামান বেলাল। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন ধরেই প্রশাসনিক ও একাডেমিক অনিয়মে জর্জরিত বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স)। ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশে দুর্নীতি, সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে পরীক্ষার্থীদের অকৃতকার্য করানো ,বিদেশি লেখকের গবেষণাপত্র চুরি করে নিজের নামে বই ছাপানো সহ-একাধিক অভিযোগের পর এবার আদালত অবমাননা করলো বুটেক্সের উপাচার্য শাহ আলিমুজ্জামান বেলাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মেধা তালিকায় তৃতীয় শিক্ষার্থী ইওরমা শায়ের জাহানকে (৪৩ ব্যাচ) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংঘবদ্ধ চক্রের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য করে ফল স্থগিত রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ ও শেষ বর্ষে আসা সত্ত্বেও ইন্টার্নশিপ না করতে দিয়ে চার বছরের বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়(BUTEX)

এ ব্যাপারে মহামান্য হাইকোর্টে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী রিটপিটিশন করলে ইন্টার্নশিপ ও অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রাখার নির্দেশনা দেন আদালত। বারবার বুটেক্সের উপাচার্য নিজে পরীক্ষার হলে উপস্থিত থেকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে তিন ঘণ্টার পরীক্ষা দেড় ঘণ্টা করে নিয়ে শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত করা থেকে শুরু করে ইন্টার্নশিপ ও অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রেখেছেন।

শুধু তাই নয়, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে ইতিমধ্যে চতুর্থ ও শেষ বর্ষের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় সকল শিক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করলেও তার ফল অপ্রকাশিত রেখে উপাচার্যের নির্দেশনায় জোরপূর্বক তৃতীয় বর্ষে ভর্তি করানো হয়। আদালতে ইন্টার্নশিপের নির্দেশনা থাকার পরও তা অমান্য করে উপাচার্যের স্বেচ্ছাচারিতা ও আট বছরের দীর্ঘসূত্রতায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিল।

হয়রানির শিকার হওয়া শিক্ষার্থী ইওরমা শায়ের জাহান বলেন, নিরুপায় হয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট করি। রিটের রায় আমার পক্ষে আসে। হাইকোর্টের নির্দেশে আমার পরীক্ষা নেয়। কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্ট আটকিয়ে রাখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীতে আবারো রিট করি। সর্বশেষ রিটের অর্ডারে আমার ইন্টার্ন ও চলতি ৪৫ ব্যাচের সঙ্গে বহাল থাকার নির্দেশনা লিখা রায়ে।

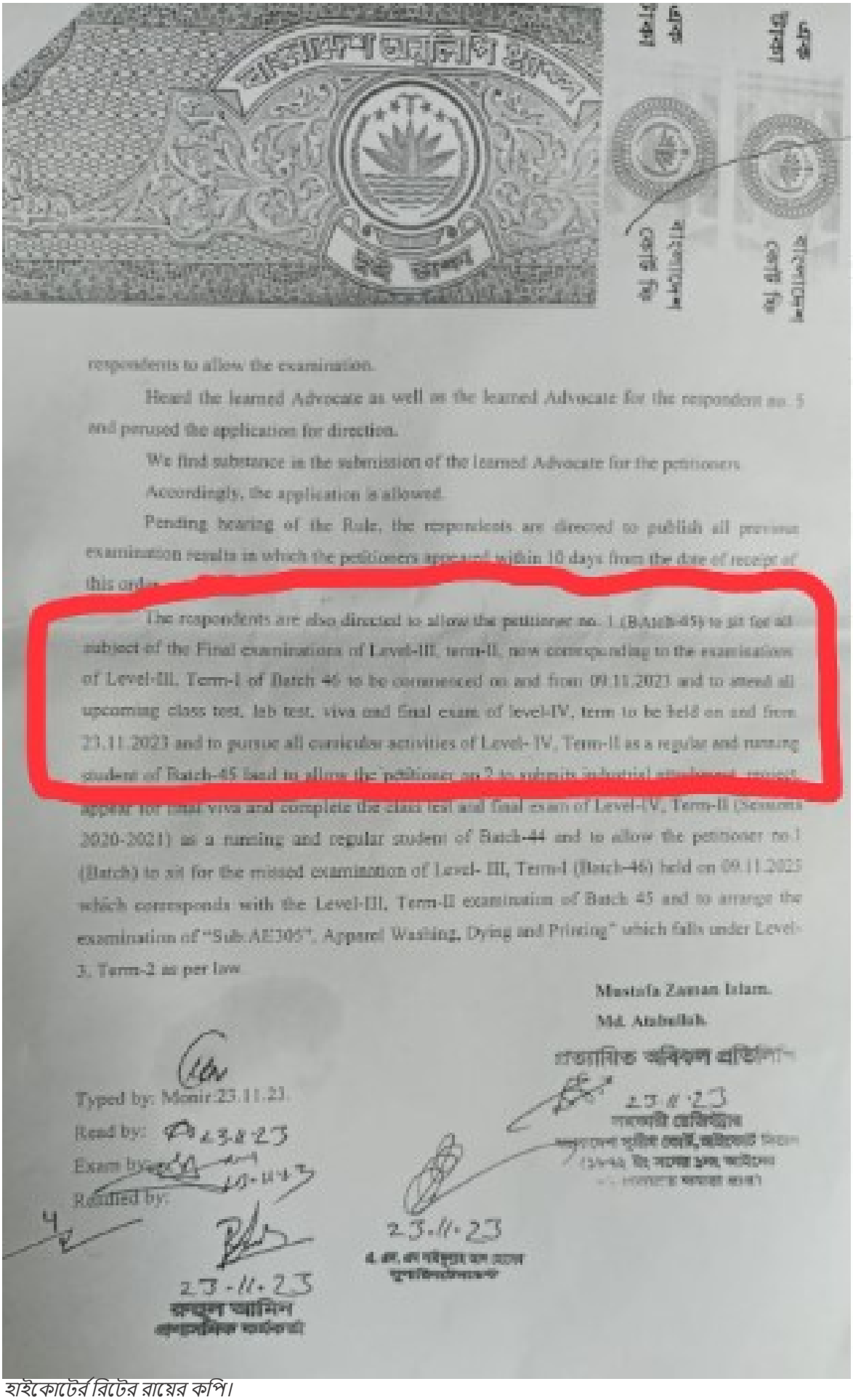

respondents to allow the examination.

Heard the learned Advocate as well as the learned Advocate for the respondent no. 5 and perused the application for direction.

We find substance in the submission of the learned Advocate for the petitioners.

Accordingly, the application is allowed.

Pending hearing of the Rule, the respondents are directed to publish all previous examination results in which the petitioners appeared within 10 days from the date of receipt of this order.

The respondents are also directed to allow the petitioner no. 1 (BAtch-45) to sit for all subject of the Final examinations of Level-III, term-II, now corresponding to the examination of Level-III, Term-I of Batch 46 to be commenced on and from 09.11.2023 and to attend all upcoming class test, lab test, viva and final exam of level-IV, term to be held on and from 23.11.2023 and to pursue all curricular activities of Level- IV, Term-II as a regular and running student of Batch-45 and to allow the petitioner no 2 to submit industrial attachment, project, appear for final viva and complete the class test and final exam of Level-IV, Term-II (Sessions 2020-2021) as a running and regular student of Batch-44 and to allow the petitioner no 1 (Batch) to sit for the missed examination of Level- III, Term-I (Batch-46) held on 09.11.2023 which corresponds with the Level-III, Term-II examination of Batch 45 and to arrange the examination of "Sub AE305", Apparel Washing, Dying and Printing" which falls under Level-3, Term-2 as per law.

Mustafa Zaman Islam.

Md. Atabullah.

প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি

Typed by: Monir 23.11.23.

Read by:

Exam by:

Rectified by:

হাইকোর্টের রিটের রায়ের কপি।

আমি এখন সর্বশেষ সেমিস্টারে আছি। আমকে ইন্টার্নশিপ করতে দিচ্ছে না। হাইকোর্ট ইন্টার্নশিপ করার পক্ষে রায় দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় সেটি মানছে না। আদালত অবমাননা করছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা না মেনে আমাকে দীর্ঘ সাড়ে ৭ বছর ধরে ফেইল করাচ্ছে। আমার ব্যাচ ২০২২ সালে পাশ করে ফেলেছে। এখন ২০২৪। বুটেক্স আমাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঠেলে দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত হুমকি ও মানসিক নিযার্তনে পড়াশোনা হচ্ছে না। আমার চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এরপর ভার্সিটি হাইকোর্টের কাছে এপ্লিকেশন দেয় modification চেয়ে - যে তারা এই মুহূর্তে ২টা পরীক্ষা শুধু নিতে পারবে না। বাকি সমস্ত কার্যক্রম- অর্থাৎ ইন্টার্নশিপ আর বাদ বাকি পরীক্ষাগুলো নিতে কোনো অসুবিধা নাই। ২৯ এপ্রিলের রায়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে মডিফিকেশন চেয়েছে তার ভিত্তিতে **Apparel washing and printing** পরীক্ষাটা লেভেল-৩ টার্ম -২ এর সঙ্গে নিয়ে নিতে বলা হয়েছে।

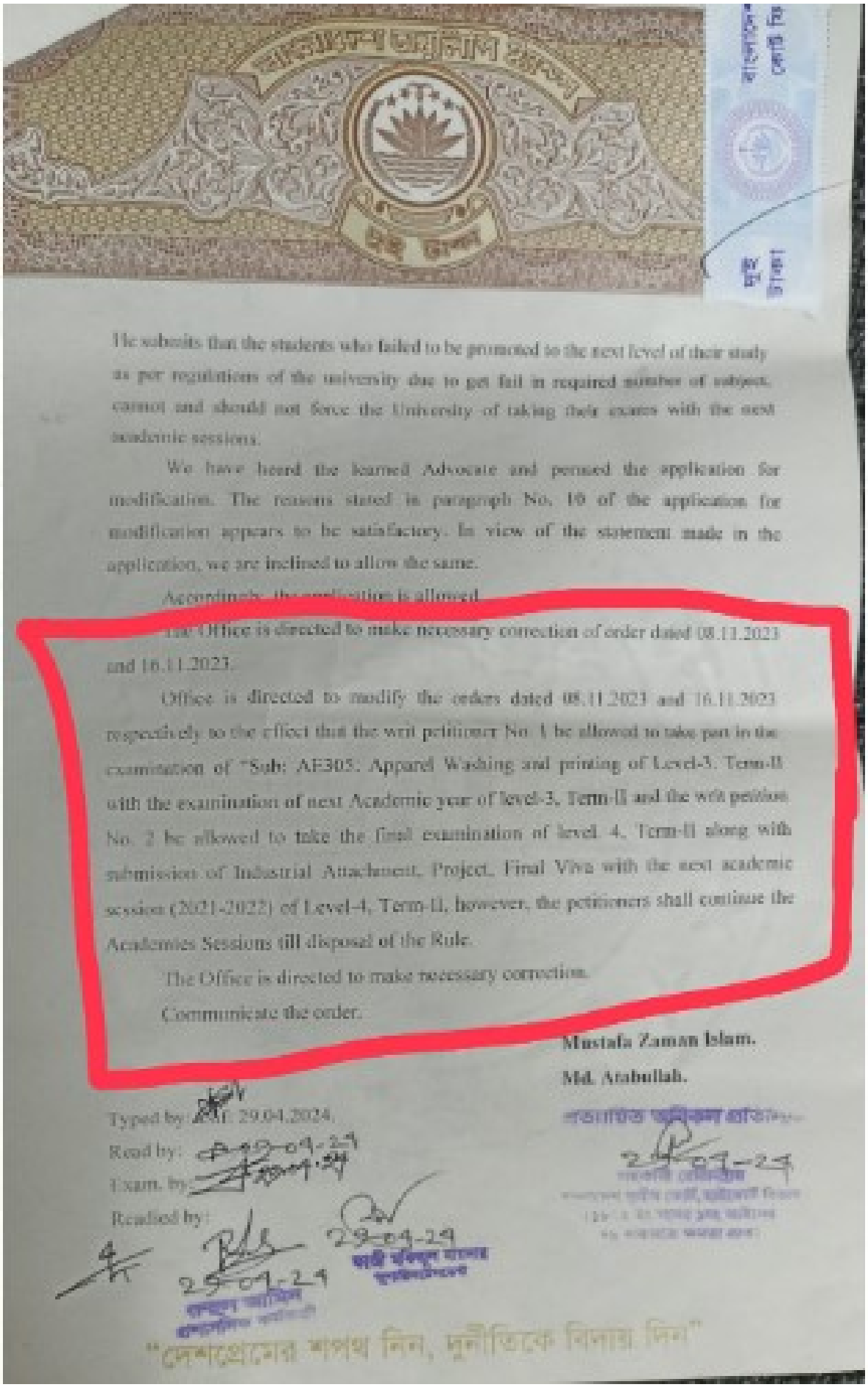

He submits that the students who failed to be promoted to the next level of their study as per regulations of the university due to get fail in required number of subject, cannot and should not force the University of taking their exams with the next academic sessions.

We have heard the learned Advocate and perused the application for modification. The reasons stated in paragraph No. 10 of the application for modification appears to be satisfactory. In view of the statement made in the application, we are inclined to allow the same.

Accordingly, the application is allowed.

The Office is directed to make necessary correction of order dated 08.11.2023 and 16.11.2023.

Office is directed to modify the orders dated 08.11.2023 and 16.11.2023 respectively to the effect that the writ petitioner No. 1 be allowed to take part in the examination of "Sub: AE305: Apparel Washing and printing of Level-3, Term-II with the examination of next Academic year of level-3, Term-II and the writ petition No. 2 be allowed to take the final examination of level 4, Term-II along with submission of Industrial Attachment, Project, Final Viva with the next academic session (2021-2022) of Level-4, Term-II, however, the petitioners shall continue the Academics Sessions till disposal of the Rule.

The Office is directed to make necessary correction.

Communicate the order.

Mustafa Zaman Islam.

Md. Atabullah.

Typed by: 29.04.2024.

Read by: 29-04-24

Exam. by:

Readied by:

29-04-24

29-04-24

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

অর্থাৎ আমার আগের অর্ডারে ইন্টার্নশিপ করতে যে আদেশ ছিল সেটাই বলবৎ আছে এবং হাইকোর্ট এর ২৩/১১/২০২৩ ও ২৯/০৪/২০২৪ এর কোথাও ইন্টার্নশিপ করতে দিবে না এমন কোনো আদেশ দেয়নি। হাইকোর্ট থেকে এরকম কোনো অর্ডারই আসে নি। অথচ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে একটি নোটিসের মাধ্যমে তৃতীয় বর্ষে জোর করে ভর্তি করানো হয়েছে।

হাইকোর্টের অর্ডারে কোথাও লিখা নাই যে আমাকে থার্ড ইয়ার থেকে আবার পড়াশোনা করতে হবে। যেখানে আমি ফোর্থ ইয়ারে (ফাইনাল ইয়ার) ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দিয়েছি আর সেগুলোর সব টাকা জমা দেওয়ার রশিদসহ সব কিছুর প্রমাণ আছে, সেখানে কীভাবে আমাকে আবার থার্ড ইয়ারে ভর্তি হতে বলে নোটিশ দিল!

বাদীপক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার সিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে উল্টো ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে জোর করে একজন ছাত্রীকে বছরের পর পর হয়রানি করে যাচ্ছে। এতে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

টেলিফোনে উপাচার্য শাহ আলিমুজ্জামান বেলালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পাওয়া যায়নি।